দৈনিক সংবাদ

25

তারিখ ... ... ... APR 05 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

# অবৈধ উপায়ে পদোন্নতি, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

**হারুন উর রশীদ ॥** অবৈধভাবে পদ, পদোন্নতি ও বেতনভাতা গ্রহণের অভিযোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ মোঃ আবদুল হক চৌধুরীসহ ৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তারা এ পর্যন্ত সরকারের ১৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এর আগে আরো ৫ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একই অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। আবদুল হক চৌধুরী ভুয়া তথ্যের মাধ্যমে তার প্রকৃত পদের চেয়ে ৫ ধাপ উপরের পদে চাকরি করছেন। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর (টাস্ক ফোর্স-৩) পরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ বাদি হয়ে গতকাল মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

মামলার অন্য ৪ জন আসামিরা হলেন, টেক্সট বুক বোর্ডের উপসচিব (কমন) মোঃ আবদুল মান্নান, উপসচিব (চলতি দায়িত্ব), মোঃ এয়াকুব হোসেন, বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ হোসেন ও ঘিওর কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল মোত্তালিব (টেক্সট বুক বোর্ডের সাবেক প্রধান রক্ষণ কর্মকর্তা)।

টেক্সট বোর্ডের উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ আবদুল হক চৌধুরী তথ্য গোপন করে অবৈধভাবে পদোন্নতি নিয়েছেন। তিনি ১৯৭২ সালে সর্বসাকল্যে মাত্র ৫শ ৩৮ টাকা বেতনে এডহক ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডে সুপারভাইজিং অফিসার হিসেবে যোগ দেন। এরপর পদোন্নতি পেয়ে ভাণ্ডার কর্মকর্তা হন (২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা)। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ার পর তাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে আত্তীকরণ করা হয়। তখন (১৯৯০) তিনি টাইম স্কেলের মাধ্যমে উন্নীত বেতন স্কেলকে প্রকৃত বেতন স্কেল দেখিয়ে তার পদের চেয়ে ৫ ধাপ উপরে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে আত্তীকৃত হন। তিনি তার আবেদনে প্রকৃত বেতন স্কেলের চেয়ে ৫ ধাপ উপরের বেতন স্কেল দেখান। এছাড়াও তিনি অবৈধভাবে ৪টি টাইম স্কেল গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার বেতন স্কেল ৯৫০০-১২,০০০ টাকা (উপসচিবের স্কেল)। চাকরির শুরুতে তার সর্বসাকল্যে বেতন ছিল ৫শ ৩৮ টাকা। তিনি অবৈধ পদোন্নতি ছাড়াও অবৈধভাবে টাইম স্কেলের মাধ্যমে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। উপসচিব আবদুল মান্নান, এয়াকুব হোসেন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রক, মোহাম্মদ হোসেন তাদের প্রাপ্য বেতন স্কেলের চেয়ে উর্ধ্বতন স্কেলে বেতনভাতা তোলেন। তারা অবৈধভাবে টাইম স্কেল নিয়ে তাদের বেতনভাতা বাড়িয়েছেন। এদের মধ্যে আবদুল মান্নান প্রাপ্যের ৩ ধাপ উপরের স্কেলে বেতন নিয়ে মোট ২ লাখ ৯৮ হাজার, এয়াকুব হোসেন ৩ ধাপ উপরে মোট ২ লাখ ৫৮ হাজার এবং মোহাম্মদ হোসেন ৪ ধাপ উপরে মোট ৪ লাখ ৩৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সাবেক প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আবদুল মোত্তালিব তাদের এ কাজে সহায়তা করেছেন।